মেহেরপুরের শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বাল্য বিয়ে মুক্ত দিবস পালন

মেহেরপুর জেলা বাল্যবিবাহ মুক্তদিবসের বছরপূর্তি উদযাপন করেছে শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়।

এ উপলক্ষে বৃহস্পিবার সকালে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমানের নেতৃত্বে একটি র্যালী বের করা হয়।

র্যালীটি শোলমারী গ্রাম প্রদক্ষিন করে পুনরায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এসে শেষ হয়। পরে একটি আলোচনা সভা করা হয়।

সভায় বক্তব্য দেন প্রধান শিক্ষক মাহবুব রহমান, সহবারী শিক্ষক আব্দুল আলিম, ফারুক হোসেন, মর্তুজা ফারুক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকরী শিক্ষক আব্দুল জাব্বার, আফরোজা সুলতানা, মমতাজ পারভিন, শরিফুদ্দিন, জিয়াউর রহমান, রিপন আলী সহ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

মেপ্র/এমএফআর

কোটচাঁদপুরের মঙ্গলপুরে বাস নেই কোন মানুষের

গ্রাম আছে মানুষ নাই ! হঠাৎ কথাটি শুনে অবাক হওয়ারই কথা। আজ থেকে দেড়’শ বছর আগের গ্রামের কথা এখন অনেকটা রুপ কথার গল্পের মত। আসলেই এমন একটি মানুষ শূন্য গ্রাম রয়েছে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নে। গ্রামটি উপজেলা শহর থেকে মাত্র ৫ কিলোমিটার দূরে। নাম মঙ্গলপুর । কোটচাঁদপুর উপজেলা মানচিত্রে থাকা এমনি এক গ্রামের খোঁজে যায় এই প্রতিবেদক।

সরেজমিনে যেয়ে দেখা যায়, গ্রামটিতে কোন জনবসতি নেই। মঙ্গলপুর গ্রাম জুড়ে ধান, মুশুরি ইক্ষুসহ বিভিন্ন ফসলাদি আর ফলজ বাগান। রয়েছে বেশ কয়েকটি বশতভিটার ধ্বংসাবশেষ, রয়েছে পুকুর । দেখলেই বোঝা যায় এক সময় এই গ্রামে মানুষের বসবাস থাকলেও এখন আর নাই।

গ্রামটি মানবশূন্য কেন এই প্রশ্ন জানতে যায় পার্শ্ববর্তী বলাবাড়িয়া গ্রামের ৯৫ বছর বয়স্ক খালেক খানের কাছে। বর্তমানে তিনিই ওই গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তি। তিনি বললেন, আমি নিজে মঙ্গলপুর গ্রামের মানুষ শূন্য হওয়ার বিষয়ে খুব একটা জানিনা। তবে বাপ দাদাদের কাছে শুনেছি এক সময় এই মঙ্গলপুর গ্রামে মানুষের বসবাস ছিল। তাদের অনেকের গোলা ভরা ধান, ছিল গোয়াল ভর্তি গরু। গ্রামটি প্রায় মানুষ শুন্য হয়ে পড়ে আজ থেকে দেড়’শ বছর আগে। সর্বশেষ হাজরা ঠাকুর, নিপিন ঠাকুর এরা ৪/৫ ঘর মানুষ ছিল তিনি দেখেছেন। আজ থেকে ৮০/৮৫ বছর আগে তারাও ঘরবাড়ী ভেঙ্গে চলে যায়। তিনি বলেন, পরবর্তীতে এরা হয়তো মাঠের মধ্যে নিরাপত্তা বোধ করেনি সে কারণে চলে গেছে। ঘরবাড়ী ভেঙ্গে আগে যারা গেছে তারা কি কারণে চলে গেছে এ সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য দিতে পারেননি খালেক খান।

যেভাবে মানবশূন্য হয় মঙ্গলপুরঃ
বলাবাড়িয়া গ্রামের ৬৮ বছর বয়সী মুক্তার আলি বলেন, শুনেছি মঙ্গলপুর গ্রামের মঙ্গল পাঠান নামের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন তার নামেই গ্রামটি’র নাম মঙ্গলপুর। মঙ্গল পাঠানের তিন একর জমির উপর ছিল বিশাল বাড়ী । বাড়ীর চতুর ধারে উচুঁ করে ৩০ থেকে ৪০ ইঞ্চি চওড়া মাটির প্রাচীর (গড়) ছিল। পাশের পুকুরের উচু পাড়ে দাঁড়িয়ে নাকি বাড়ীর ভীতরের কাউকে দেখা যেত না। ওই পরিবার ছিল ভীষণ ভাবে পর্দাশীল। বাড়ির বউ-মেয়েরা কখনো বাইরের পুরুষের দেখা দিত না। ওই মঙ্গল পাঠান এখানেই মারা যান। তার কবরও রয়েছে এখানে। তিনি বলেন, শুনেছি ১২ জাতির বাস ছিল এ গ্রামটিতে। অত্যাচারিত হয়ে ওই গ্রামের মানুষ গ্রাম ছেড়েছে কিনা তা কখনো শুনিনি। তবে সঠিক কি কারণে মানুষ গ্রাম ছেড়েছে তা, আমাদের বাপ দাদারাও বেঁচে থাকা অসস্থায় বলতে পরেননি বলে জানান তিনি।

তবে এই এলাকায় চাউর আছে, এক সময় কলেয়া গুটি বসন্ত ওই গ্রামটিতে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক মানুষ ওই কলেরিয়া গুটি বসন্তে মারা যায়। মৃতদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ছিল বেশী। গ্রামে বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক্তার ,কবিরাজ,ওঝাঁ নিয়ে এসে ঝাড় ফুক করাসহ গ্রাম বন্ধ করেও কলেয়া গুটি বসন্ত নিয়ন্ত্রণে না আসায় ওই গ্রামে অনেকে মনে করতে থাকে কোন দৈব শক্তির কারণে এমনটি হচ্ছে। তাদের বিশ্বাস জন্মাতে থাকে

এ গ্রামে থাকলে তারাও বাঁচবেনা। ভয়ে তখন মানুষ ওই গ্রাম ছাড়তে শুরু করে। ধীরে ধীরে মানুষজন ঘর বাড়ী ভেঙ্গে যে যার মত ভারতসহ দেশের সুবিধামত জায়গায় যেয়ে বসবাস শুরু করে। সেই থেকে ওই গ্রাম মানুষ শুন্য হয়ে যায়।

এলাকার ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খাঁন বলেন, মঙ্গলপুর গ্রামের জমি জমা সব পরবর্তীতে ওই গ্রামের বসতিদের উত্তরসূরিরা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষের কাছে বিক্রি করে গেছে। এখন মঙ্গলপুর গ্রাম জুড়ে শুধুই ফল ফসলের মাঠ। তিনি বলেন, মঙ্গলপুর গ্রাম পর্যন্ত ১৮ফুট চওড়া মাটির রাস্তা ছিল। বর্তমানে রাস্তাটি তিনি হেরিং করে দিয়েছেন। রাস্তাটি এখন শুধুমাত্র মঙ্গলপুর মাঠের ফসলাদী আনা নেয়ার কাজে ব্যবহার হয়। ওই গ্রামের রাস্তার পাশেই মসজিদের নমুনা পাওয়া যায়। সেখানে মাঠে কর্মরত কৃষকেরা নামাজ আদায় করে। যে কারণে সেখানে পানির ব্যবস্থার জন্য টিউবওয়েল বসিয়ে দেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান খাঁন বলেন, এলাকাতে তেমন বয়স্ক মানুষ বেঁচে না থাকায় মঙ্গলপুর গ্রামের প্রকৃত ইতিহাস এখন আর কেউ বলতে পারবে না।

মুজিবনগরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান

মুজিবর্ষকে সামনে রেখে ‘পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর’ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্প্রতিবার সকালে উপজেলা নির্বাহী অফাসার উসমান গনীর নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগন্জ বাজার প্রাঙ্গনে এ অভিযান চালানো হয়।

এ সময় কেদারগন্জ বাজার কমিটির সভাপতি কুতুবউদ্দীন মল্লিক, সাধারন সম্পাদক হেকমত আলী, মুজিবনগর উপজেলা পল্লি বিদ্যুৎ সমিতির চেয়ারম্যান রেজাউল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় বাজারের বিভিন্ন আঙিনায় সকল ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় এবং ময়লা আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য বাজারের বিভিন্ন স্থানে ১০ টি ডাস্টবিন বসানো হয়।

ফিট হতে প্রিয় খাবার বিসর্জন দিয়েছিলেন তামিম

২০১৪ সালের শেষ দিকেও মাহমুদউল্লাহর ওজন ছিল ৯০ কেজি। দুই বছরের মধ্যে সেটি নেমে আসে ৭৮ কেজিতে। ফিটনেসে এই যে আমূল পরিবর্তন, এর পেছনে মাহমুদউল্লাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে যাঁর অবদানের কথা বলেছিলেন তিনি—মারিও ভিল্লাভারায়েন।

শুধু মাহমুদউল্লাহ নন; তামিম ইকবাল, সাকিব আল হাসান, মুশফিকুর রহিম, মাশরাফি বিন মুর্তজা থেকে শুরু করে লিটন দাস, সাইফ হাসান—প্রত্যেকের ফিটনেসে উন্নতির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে মারিওর। ২০১৪ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশ দলের স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ হিসেবে যোগ দেওয়া ৪৬ বছর বয়সী শ্রীলঙ্কান ট্রেনার বাংলাদেশ-পর্ব শেষ করতে যাচ্ছেন জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে। বিদেশিদের বাংলাদেশ দলে এত দিন কাজ করার অভিজ্ঞতা কমই আছে।

বাংলাদেশে প্রায় অর্ধযুগ কাটিয়ে দেওয়া মারিওর সবচেয়ে বড় অর্জন, ফিটনেসে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ভীষণ সচেতন করে তোলা। খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে ছুটিতে ফিটনেস নিয়ে কাজ করার অভ্যাস গড়ে তোলার পেছনে শ্রীলঙ্কান ট্রেনারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তামিম ইকবালের কথাই ধরুন, বিরিয়ানি খুব প্রিয় খাবার বাঁ হাতি ওপেনারের।

ফিটনেস ধরে রাখতে সেই তামিম কীভাবে বিসর্জন দিয়েছেন প্রিয় খাবারটা, প্রথম আলোকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলছিলেন মারিও, ‘তামিমকে নিয়ে ভীষণ খুশি। সে দলের অন্যতম ক্রিকেটার যে খুব খেতে ভালোবাসে। এখন সে বোঝে যদি ভালো খেলতে হয়, নিজেকে আরেকটা ধাপে নিতে হয় ডায়েটে পরিবর্তন করতেই হবে। তাকে বলি কী করা দরকার। সে

সেটা করে। কাজেই কৃতিত্ব ওকেই দিতে হবে।’
ফিটনেস নিয়ে ভীষণ সচেতন করেছেন ট্রেনার মারিও।

লম্বা সময়ে তো কাজ করলেন, বাংলাদেশ দলে সবচেয়ে ধারাবাহিক ফিট ক্রিকেটার কে? এ প্রশ্নে অবশ্য অনেক নাম এল মারিওর মুখে। তবে মুশফিকুর রহিমকেই বেশি এগিয়ে রাখলেন তিনি, ‘মুশি থাকবে সবার আগে। ফিটনেসে খুবই ধারাবাহিক সে। তবে বলতেই হয় তরুণ ক্রিকেটার যেমন লিটন অনেক উন্নতি করেছে। এখন নিজেরাই তো ওরা অনেক কাজ করে। কদিন আগে দেখলাম আমার অনুপস্থিতিতেই লিটন নিজের মতো করে রানিং করছে। এটাই আমার সাফল্য। সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান সবাই অনেক উন্নতি করেছে।’

একটা সময়ে বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের ‘বদঅভ্যাস’ ছিল খেলা না থাকলে ফিটনেস নিয়ে উদাসীন থাকা। সিরিজ চলার সময়ে ফিটনেস নিয়ে যে উন্নতিটা হতো, সেটি আবার হারিয়ে যেত ছুটির সময়ে। ছুটিতে ক্রিকেটারদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনাটা ছিল মারিওর কাছে ভীষণ চ্যালেঞ্জিং। সেই চ্যালেঞ্জ তিনি কীভাবে উতরেছেন, সে গল্পটাও বললেন বাংলাদেশ দলের ট্রেনার, ‘মানসিকতায় তাদের অনেক পরিবর্তন এসেছে। তাদের আমি বোঝাই, কেন তারা এটা করছে, এতে কী লাভ। তারা যখন খেলায় ফিরে আসবে, শরীরে তা কতটা প্রভাব ফেলবে।

আমি বলি না যে মায়ের হাতের রান্না খেয়ো না। তুমি যখন বাড়ি যাও, মা তোমার জন্য খাবার রাঁধবে—তুমি বলতে পারবে না যে মা, খাব না। উপমহাদেশের সংস্কৃতি আমি জানি। আমিও এই পরিস্থিতি কাটিয়ে এসেছি। মা যখন ভীষণ কষ্ট করে আপনার জন্য রাঁধবে, সেটা খাবেনই। না হলে মা কষ্ট পাবে। তবে সেই খাবারের পর ফিটনেস নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করাটাও জানতে হবে।’

মারিওর কৃতিত্ব এখানেই, ফিটনেস নিয়ে তিনি শুধু পথ দেখিয়ে দেননি, বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড়দের সেই পথে হাঁটতেও শিখিয়েছেন। শ্রীলঙ্কান ট্রেনার তাই হাসিমুখেই যেতে পারছেন বাংলাদেশ থেকে। তাঁর আশা, সামনেও এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখবেন ক্রিকেটাররা।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(মেহেরপুর প্রতিদিন’ এর মাদক নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন চলবে)…

মেহেরপুরের আমঝুপিতে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক আহত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের সড়কে পথ দুর্ঘটনায় পিয়াস নামের এক যুবক আহত হয়েছে। পিয়াসকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালের দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহত পিয়াস মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের আল-আমিন হোসেনের ছেলে।

জানা গেছে, পিয়াস গাড়াডোব থেকে মোটরসাইকেল যোগে আসার পথে আমঝুপি উত্তর পাড়া নামক স্থানে একটি ছাগলের সাথে ধাক্কা লেগে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

মেপ্র/আরপি

মেহেরপুর জেলা নদী রক্ষা কমিটির আলোচনা সভা

মেহেরপুর জেলা নদী রক্ষা কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনির সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার।

সভায় বক্তব্য রাখেন নদী রক্ষা প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাজেদুর রহমান সরদার, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মাকবুলার রহমান, উপ-পরিচালক কবিরুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম।

সভাই কি নোট উপস্থাপন করেন সিনিয়র সহকারী কমিশনার এম এম আরাফাত হোসেন। আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিলারা রহমান, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওসমান গনি, পিপি পল্লব ভট্টাচার্য্য, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ইব্রাহিম শাহীন, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলে রাব্বী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/আরপি

গাংনীতে সমবায় সমিতির সদস্যদের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ

মেহেরপুর জেলা সমবায় অফিসের আয়োজনে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের ব্যবস্থাপনায় সম্ভাবনাময় সমবায় সমিতির সদস্যদের নিয়ে একদিনের ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ (রাজস্ব) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকালে গাংনী উপজেলা বিআরডিবি হলরুমে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু’র সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলার সহকারী কমিশনার(ভূমি) মো. ইয়ানুর রহমান, সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আখের আলী, জেলা সমবায় অফিসের প্রশিক্ষক মো. নুরুজ্জামান।

সমবায়ীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হুমায়ূন কবীর রিপন, মো. শফিউল

আলম, যুথিকা রানী বিশ্বাস প্রমূখ।

প্রশিক্ষণে সহযোগিতা করেন গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসের সহকারী পরিদর্শক মো. রুহুল কুদ্দুস, মো. হাফিজুর রহমান, অফিস সহকারী মেহেদি হাসান। গাংনী উপজেলার ৭ টি সমবায় সমিতির ২৫ জন সদস্য প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

মেহেরপুরের বিভিন্ন নদী পরিদর্শন করলেন নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার দুইদিনের সফরের ২য় দিন মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার ভৈরব নদ, কাজলা নদী পরিদর্শন করেছেন।

গতকাল বুধবার সকালের দিকে ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কাজলা নদী, পিরোজপুর ও জাদুখালিতে ভৈরব নদ এবং মুজিবনগর উপজেলার যতারপুরে ভৈরব নদ পরিদর্শন করেন।

এসময় নদী রক্ষা প্রকল্পের কনসালটেন্ট সাজেদুর রহমান সরদার, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মাকবুলার রহমান, উপ-পরিচালক কবিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে নদী রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কুঠিবাড়ি পরিদর্শন করেন।

মেপ্র/আরপি

[redacted]

[redacted]